গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ প্রতিরোধে চেষ্টা করি, স্কুলেই ঝুঁকি হ্রাসে অভ্যাস গড়ি

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০০৭

বুধবার, ৩১ অক্টোবর-০৭, ১৬ কার্তিক ১৪১৪

International Day for Disaster Reduction (IDDR)- 2007

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৬ কার্তিক ১৪১৪
৩১ অক্টোবর ২০০৭

বাণী

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "Towards a Culture of Prevention: Disaster Risk Reduction Begins at School" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোতাবেলা সহজতর হবে বলে আমি মনে করি। আমি দেশে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম আরো জোরদার করার আহ্বান জানাই।

আমি দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড: ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪১৪
৩১ অক্টোবর ২০০৭

বাণী

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর ২০০৭ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য— Towards a Culture of Prevention : Disaster Risk Reduction Begins at School— নির্ধারন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। স্কুল পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে জ্ঞান দান ও প্রস্তুত করা গেলে অর্থবহ ফল পাওয়া সম্ভব। দুর্যোগ মোকাবেলা ও ঝুঁকি হ্রাসে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০০৭ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

তপন চৌধুরী
উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

৩১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ কর্মসূচি দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করতে এবং সংশ্লিষ্টদের সমতা বাড়াতে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার একটি আনুষ্ঠানিক প্রয়াস। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন (আইএসডিআর) এর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে গত বছর থেকে স্কুল পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা ও সমতা বাড়াতে ব্যাপকভাবে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে। ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে স্কুল কেন্দ্রিক এ ক্যাম্পেইনকে স্থায়িত্ব প্রদানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

৩০/১০/০৭

তপন চৌধুরী

Md. Abdul Bari Khan
Secretary in-charge
Ministry of Food and Disaster Management
Government of the People's Republic of Bangladesh

মোঃ আবদুল বারী খান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর ২০০৭ দেশব্যাপী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে "Towards a Culture of Prevention: Disaster Risk Reduction Begins at School" ইতোমধ্যেই স্কুল কেন্দ্রিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পাঠ্যক্রম আধুনিকায়নের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া একাডেমিক ভবনসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টি বিবেচনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মন্ত্রণালয়ের এডভোকেসী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ বছর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

৩০/১০/০৭

(মোঃ আবদুল বারী খান)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

Disaster Risk Reduction at School: Bangladesh perspective

K H Masud Siddiqui
Director General
Disaster Management Bureau

Owing to geographical location and climatic condition, Bangladesh is one of the most disaster-prone countries of the World. Cyclone and tidal-bore, flood, drought and river erosion are the colossal natural calamities in this country. The catastrophic cyclone of 1970 took away the life of nearly half a million people directly or indirectly. There had also been a widespread loss and damages in the cyclone of 1991, floods of 1988 and 1998 in recent years. But the most worrying factor at the present time for the government and the people is the probability of earthquake. There have been seven earthquake of great magnitude in and around Bangladesh in the last 150 years. Many experts predict that there might occur earthquake of great magnitude in Bangladesh in near future. In common with other infrastructure, school buildings are subject to damage and collapse in natural hazards.

Access to education is a basic human right. At present around the world at least 100 million children of school age do not attend school. They represent about 14 percent of the total population of children of the world. Providing facilities to educate them requires construction of schools and rapid expansion of building programs. For decades all public construction in Bangladesh was done under the authority of the Ministry of Public Works and Settlement. Earthquake building codes of 1993s are now being updated. Yet these laws cannot guarantee the safety of construction.

The role of schools in any kind of disaster management is very important. Schools may be used to provide temporary shelters, first aid or rescue operation staging areas or other disaster management functions in addition to their normal education and social network functions. However, Schools are a well-distributed means of public education, and children can play a leading role in the dissemination of public safety messages.

The government of Bangladesh is trying to make school areas safer which are in high risk of disaster by enabling them to act as a locus for disaster risk reduction, institutionalizing implementation of the Hyogo Framework within education systems. The biggest challenge is to be pro-active. To raise awareness among the students on various hazards/disaster management, a chapter on disaster management has been included in the educational curricula from classes V to XII. GoB has also decided to make compulsory session of at least 02 hours on disaster management in the training curricula of all types of Training Institutes to train officials and non officials. We came to know that in World Conference in Kobe, only 33 out of 82 countries including Bangladesh has claimed to have national efforts to teach disaster-related subjects in primary and and secondary school. Therefore all national universities should commit to train the teachers and develop curriculum by including "Disaster Risk Reduction" chapter.

In the recent past, at least 17,000 school children died when 6,700 schools were destroyed in North-West Frontier Province and 1,300 in Pakistan-administered Kashmir as children attended morning classes. By one estimate, if Education for All initiatives are successful in the 20 countries that have registered the most deadly earthquakes during the 20th Century, but no special attention is paid to the seismic safety of school buildings, it is possible that at least another 34 million children will be placed at risk to earthquakes while they are attending school.

While earthquake hazard to schools has received some attention, very little has focused on other hazards. These include meteorological phenomena such as high wind, storm surge, tornado, lightning strike, wild fire and flood. Many geophysical phenomena also threaten schools in addition to earthquake: landslide, mudslides, and avalanches, effects of volcanic eruptions and later lava flow, and tsunami. Bangladesh should develop a comprehensive policy toward school safety taking all locally relevant hazards into account and using location of schools as well as maintenance of buildings as risk reduction tools as well as design and construction methods. However, civil society and disaster management practitioner can work with professionals, educators, communities, children and youth to develop a short list of "quick win" actions that can rapidly increase the safety of schools and raise risk awareness among all those at or concerned with schools. Thus, in turn, link to more integral strategies such as the Poverty Reduction Strategy Programs (PRSPs). If the school becomes a center from which emanates into community methods for participatory risk assessment. A community mobilized in this way is more likely to find local solutions to other disaster related development problems.

There are many private schools also in the Bangladesh. These are parts of national schooling system and the apex organizations can provide guidance and resources so that their students also study safely. The professional organizations involved with schools and building should work with national governments to establish and enforce strict codes of conduct so that high standard is maintained in school construction.

Finally, school personnel need disaster management plans, emergency response skills, and regular drills to cope with expected disasters. A culture of safety is must be multi-faceted, and activism in one area encourages changes in consciousness, expectations and demands. We share the enthusiasm for efforts to make education accessible to all. However, we believe that the implementing authorities, foundations, donors, and NGOs involved in this great effort should take school seismic safety as a major concern.

It is the time to look at the disaster management and sustainable development closely not as two discrete items but as inseparable issues. We are looking forward to adopt appropriate future strategy for protecting vulnerable people specially the school children from the curses of disaster. Once again, I extend my gratitude to all of the DMB team and the supporting NGOs and wish a very fruitful IDDR observance. This provides with the opportunity to review and set priorities for the school risk reduction program. In the seminar, recommendations will guide the work of future assessment in this sector. It is indeed my pleasure to thanks the organizing teams for the Ministry of Food and Disaster Management and DMB for observing this day. I am sure that this day observance will be able to further strengthen the coordination and cooperation among the various agencies so as to make all of us more effective in our effort towards preparedness, mitigation, response and recovery activities for school based disaster risk reduction.

সৌজন্যে : care Muslim Aid-UK Serving Humanity christian aid We believe in life before death